দৈনিক ইত্তেফাক 30
তারিখ 29 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে

প্রধানমন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলিয়াছেন, শিক্ষা যেন শুধু পরীক্ষা পাস আর সার্টিফিকেট অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকিলেও আমাদের রহিয়াছে বিশাল জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য দরকার শিক্ষা। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উপরও আমাদের জোর দিতে হইবে। দেশের মানুষকে সব ধরনের শিক্ষায় সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। কারণ ইহা প্রমাণিত, যে জাতি শিক্ষিত সেই জাতি কখনও দরিদ্র থাকে না। তিনি বলেন শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব আমাদের সকলের।

শিক্ষাঙ্গন শান্তি ও নিয়মিত পাঠদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে। আমাদের সচেতন থাকিতে হইবে, যাহাতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ধারাবাহিকতা এক দিনের

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

জন্যও বিঘ্নিত না হয়। তিনি বলেন, দেশে শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। শিক্ষার সুযোগও ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে। এই ধারা অব্যাহত থাকিলে আমরা ২ হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করিতে পারিব, ইনশাআল্লাহ।

গতকাল (বৃহস্পতিবার) ওসমানী মিলনায়তনে ১৯৯৫ সালের এস,এস,সি ও দাখিল পরীক্ষায় মেধা স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই কথা বলেন। শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার, শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষায় মেধাস্থান অধিকারী ৪৯৫ জন ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে সনদপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে। উহা হইতেছে ব্যক্তির বিকাশ, সক্ষমতার সম্প্রসারণ, সমাজের সংস্কার এবং দেশের উন্নয়ন। পরিবর্তন শীল বিশ্বের সহিত আমাদের তাল মিলাইয়া চলিতে হইবে। উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিতে হইবে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির। ইহার জন্য প্রয়োজন মেধার বিকাশ ও প্রতিপালন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ছাড়া জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের মেধাবী ও কৃতী সন্তানদের এমনভাবে তৈরী করিতে হইবে যে, যাহাতে তাহারা পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশের সহিত সমান তালে আগাইয়া যাইতে পারে। শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই নয়, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। শিক্ষার দ্রুত বিস্তার, নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করা, নারী শিক্ষা এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন সব চাইতে জরুরী। ইহার জন্যই শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। আমরা জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতেই সবচাইতে বেশী বরাদ্দ দিয়া আসিতেছি। ইহার সুফলও পাওয়া যাইতেছে। কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, তোমাদের নিকট জাতির অনেক প্রত্যাশা। আগামী দিনে আমরা যখন থাকিব না তখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব তোমাদেরকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তোমাদের আয়ত্ত করিতে হইবে। কেবল তাহা হইলেই তোমরা আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করিতে পারিবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মেধা, পরিশ্রম ও অনুশীলনের মাধ্যমে তোমরা সাফল্যের যে স্বাক্ষর রাখিয়াছ, আশা করি সাফল্যের এই ধারা ভবিষ্যতেও তোমরা অব্যাহত রাখিবে। জ্ঞান অর্জনে অবিরাম সাধনা করিবে। যেন একদিন দেশের মেধাবী নাগরিক হিসাবে বিশ্বময় তোমাদের নাম উচ্চারিত হয়। সাধনার গুণে যেন একদিন সারা বিশ্বে তোমরা মর্যাদার আসন লাভ করিতে পার। ভবিষ্যতে তোমাদের মেধা ও জ্ঞান জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে লাগাইতে হইবে। আল্লাহর নিকট দোয়া করি, তোমরা যাহাতে শিক্ষাকে সমাজের উন্নয়ন, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজে লাগাইতে পার। সত্য, ন্যায় ও সুন্দরের অন্বেষা হউক তোমাদের জীবনের আদর্শ।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষার গুণগত মনোন্নয়ন ও শিক্ষার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। নারী শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব পাইতেছে। ভর্তির ক্ষেত্রে নূতন নিয়ম শুরু হইয়াছে। ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম অরাজকতা বরদাস্ত করা হইবে না।

শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক বলেন, সরকার পাবলিক পরীক্ষাসমূহ বস্তুনিষ্ঠ ও দুর্নীতিমুক্ত করার উদ্যোগ নিয়াছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক পরীক্ষা সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। আশা করি আগামী ২ বছরের মধ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেশনজট মুক্ত হইবে।